শতবর্ষের আহ্বান : নওজোয়ান ভারত সভা থেকে DYFI

"আমাদের সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল ব্রিটিশ শাসনের অবসান নয়, বরং সেই সমস্ত সমাজব্যবস্থার অবসান, যা মানুষের ওপর মানুষের শোষণকে সম্ভব করে তোলে।"

\- *ভগৎ সিং*

আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগে, ১৯২৬ সালে ভগৎ সিং, সুখদেব থাপার, ভগবতীচরণ ভোরা, রামকৃষ্ণ খত্রীসহ একদল তরুণ যখন নওজোয়ান ভারত সভা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁদের লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পতন নয়। ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোদ্ধারা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে দেশ স্বাধীন হলেও যদি সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ফারাক, শ্রমিকের শোষণ, কৃষকের বঞ্চনা, জাতপাতের বর্ণভেদ টিকে থাকে, তাহলে সেই স্বাধীনতাও আরেক রকম দাসত্বে পরিণত হবে।

তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক স্বাধীন ভারতের, যেখানে ধর্ম নয়, যুক্তি হবে পথপ্রদর্শক; যেখানে শ্রমিকের ঘাম ও কৃষকের মাটির গন্ধেই গড়ে উঠবে স্বাধীনতার ভিত; যেখানে স্বাধীনতা কেবল কিছু মানুষের নয়, প্রতিটি মানুষের জীবনের অংশ হয়ে উঠবে। এই ভাবনার মূলে ছিল সমাজতন্ত্র-এক সমাজতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন ভারতের স্বপ্ন। ভগৎ সিং বার বার বলেছিলেন, "Political freedom is not enough, unless it brings with it social and economic emancipation." তাঁদের লক্ষ ছিল এই বিপ্লবী ভাবধারায় দেশের যুবসমাজকে সামিল

করানো। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাতেই ভগৎ সিং-র সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত, সুখদেব, শিব বর্মা, সাইফুদ্দিন কিচলুরা।

আজ, এক শতাব্দী পরে, নওজোয়ান ভারত সভার শতবর্ষের এই মুহূর্তে, আমরা আবারও সেই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে- ভগৎ সিংয়ের স্বপ্ন কতটা বাস্তব হয়েছে?

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সাত দশকেরও বেশি সময় পরে আজকের ভারত এক নতুন শৃঙ্খলে আবদ্ধ- পুঁজির শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও অধরা। দেশের সম্পদ- বন, জঙ্গল, খনিজ, প্রাকৃতিক সম্পদ, এমনকি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা পর্যন্ত কর্পোরেট পুঁজির হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছে।। কোটি কোটি শিক্ষিত তরুণ বেকারত্বে হতাশ; কৃষক আত্মহত্যা করছে; শ্রমিক বঞ্চিত তাদের মৌলিক অধিকার থেকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ও দেশের পুঁজিবাদী শক্তিগুলি একত্রে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যেখানে স্বাধীনতার বাস্তব অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকজনের মুনাফা। আর দেশের শাসকশ্রেণী ধর্মীয় বিভাজন ও জাতপাতের বিষ ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।

যে দেশে ভগৎ সিং "বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ" গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই দেশেই আজ অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। যে সমাজের জন্য তিনি বলেছিলেন "the sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas," সেই সমাজেই আজ চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমিত হচ্ছে।

এই ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি হয়েই ১৯৮০ সালে লুধিয়ানা সম্মেলন থেকে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (DYFI)-এর জন্ম। দেশজুড়ে বামপন্থী ও প্রগতিশীল যুব সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে DYFI গড়ে তোলে এমন এক সংগঠন, যার শিকড় নওজোয়ান ভারত সভার বিপ্লবী উত্তরাধিকারে নিবদ্ধ। DYFI জন্মলগ্নেই ঘোষণা করে-আমাদের সংগ্রাম কেবল শাসক পরিবর্তনের নয়, বরং সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সংগ্রাম।

আজ যখন দেশজুড়ে ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে, যখন স্বাধীনতার অর্থকে সংকুচিত করে ধর্মীয় জাত্যাভিমান আর ভোগবাদের মধ্যে বন্দি করা হচ্ছে, তখন নওজোয়ান ভারত সভার শতবর্ষ আমাদের আহ্বান জানায়-আবার ফিরে যাই সেই আদর্শে, যেখানে স্বাধীনতা মানে সমতা, মানবতা, ও ন্যায়বিচার। যে যুব সমাজ একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামনে মাথা নোয়ায়নি, সেই যুব সমাজই আজও পারবে এই সাম্রাজ্যবাদী ও কর্পোরেট শক্তির বিরুদ্ধে নতুন ইতিহাস লিখতে।

DYFI আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যুব সমাজকে মনে করিয়ে দেয়–স্বাধীনতা একবার অর্জিত কোনো স্থির সম্পদ নয়; এটি প্রতিদিন অর্জন করতে হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে, অন্ধকারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে। আসুন, আমরা আবার সেই বিপ্লবী শপথ উচ্চারণ করি–

আমরা লড়ছি, শুধু স্বাধীনতার জন্য নয়,
বরং সেই সমাজের জন্য-
যেখানে মানুষের উপর মানুষের শোষণকে অসম্ভব করে তোলে।
ইনকিলাব জিন্দাবাদ।